তৃতীয় অধ্যায় : ঊনবিংশ শতকের ইউরোপ : রাজতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী ভাবধারার সংঘাত

জাতীয়তাবাদ সম্মন্ধে পণ্ডিতমহলে মতবাদ রয়েছে বিভিন্ন ধরনের। হায়েসের মতে, জনসমাজ ও দেশপ্রেমের আধুনিক আবেগমণ্ডিত মিশ্রণ হল জাতীয়তাবাদ। বার্ট্রান্ড রাসেল একে একটি সাদৃশ্য ও ঐক্যের অনুভুতি বলে মনে করেছেন। অন্যদিকে মার্কসীয় মতে, বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ ও প্রলেতারিয়েত জাতীয়তাবাদ হল জাতীয়তাবাদের ভিন্ন দুটি রুপ।

জাতীয়তাবাদ বিষয়ক ধারণা

ঐক্যতার সাথে দেশপ্রেম মিললে যে অনুভুতি মানুষ অনুভব করে, তাকে এককথায় জাতীয়তাবাদ বলে যেখানে বংশ, ধর্ম, ভাষা, ভৌগলিক এলাকা, সংস্কৃতি প্রভৃতি মানুষের মধ্যে একই ঐক্যবোধের সৃষ্টি করে। এই জাতীয়তাবাদের বহিঃপ্রকাশ হল জাতি-রাষ্ট্র।

জাতি ও রাষ্ট্র

- জাতি হল রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন সংস্কৃতি এবং জাতীয়তাবাদ দ্বারা রাষ্ট্র গঠনে ইছুক জনগোষ্ঠী।
- নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাসকারী জনসমষ্টির ওপর সরকারী নিয়ম দ্বারা পরিচালিত প্রতিষ্ঠান হল রাষ্ট্র।
- অ্যারিস্টটলের মতে, স্বাবলম্বী ও পরিপূর্ণ জীবন যাপনে সংগঠিত কয়েকটি পরিবার ও গ্রামের গোষ্ঠীকে বলে রাষ্ট্র।
- কার্ল মার্ক্স-এর মতে রাষ্ট্র হল বুর্জয়াদের দমন পীড়নের যন্ত্র।

জাতি-রাষ্ট্রের ধারণা

- ভাষা, বর্ণ, ধর্ম বা ঐতিহ্যের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে একটি সাংস্কৃতিক ঐক্য। ঐক্যবদ্ধ জাতি যখন সার্বভৌম রাষ্ট্র গড়ে তুলে রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপন করে।

- ইউরোপে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে ফ্রান্সকে কেন্দ্র করে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে জার্মানি, ইটালি প্রভৃতি অঞ্চলে জাতি-রাষ্ট্র গঠনের কাজ শুরু হয়।
- উনবিংশ শতাব্দীর অবসানের আগেই সমস্ত ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে জাতি-রাষ্ট্র গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা।

রাজতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী ভাবধারার দ্বন্দ্ব

রাজতান্ত্রিক ভাবধারা :

- রাজতন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত আদর্শবোধ, চিন্তা, ক্রিয়াশীলতা রাজতান্ত্রিক ভাবধারা নামে পরিচিত।
- এই ভাবধারার মধ্যে ঐশ্বরিক মতবাদ, বংশানুক্রমিতা, সর্বময় ক্ষমতার আদর্শ, স্বাধীন চিন্তা, উদারনীতি লক্ষ করা যায়না।
- রাজতান্ত্রিক ভাবধারা রক্ষণশীল ও পুরাতনপন্থী ধারণা হিসেবে পরিগনিত হত।

জাতীয়তাবাদী ভাবধারা :

- জাতীয়তাবোধে উদবুদ্ধ সামাগ্রিক চিন্তাধারা জাতীয়তাবাদী ভাবধারা হিসেবে পরিচিত।
- এর মধ্যে উদারতন্ত্র, গনতন্ত্র, যুক্তিবাদ, প্রজাকল্যান, প্রজাদের দ্বারা শাসক নির্বাচন ও পদচ্যুতি, দেশপ্রেম লক্ষ করা যায় যা রাজতান্ত্রিক ধারণার থেকে আলাদা।
- থিয়ার্স, লা মার্তিন, সেন্ট সাইমন, লুই ব্ল্যাংক প্রমুখ এই মতের সমর্থন ছিলেন।

উভয় ভাবধারার দ্বন্দ্ব :

- ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে পুরাতন রাজতান্ত্রিক ও নবজাগরিত জাতীয়তাবাদী ধারণার সঘাত ছিল প্রবল।
- ফরাসি বিপ্লবের পর কিছু মানুষের চিন্তা ভাবনায় পরিবর্তন আসায় বিকাশ ঘটে জাতীয়তাবাদের। কিন্তু কিছু রক্ষণশীল মানুষের গোঁড়ামির ফলে তৈরি হয়েছিল এই সংঘাত।

- ইউরোপের নবজাগরণে ফ্রান্সের ভূমিকা ছিল মুখ্য যা ছিল বারবার রাজতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী ভাবধারার সংঘাতের কেন্দ্রবিন্দু।
- অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসি বিপ্লবের সময় বিদেশি শক্তি ফ্রান্সের রাজতন্ত্র রক্ষায় সহায়ক হয়েছিলো।

ভিয়েনা সম্মেলন

- ওয়াটারলুর যুদ্ধে নেপোলিয়নের চূড়ান্ত পরাজয়ের পর ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে ইউরোপের পুনর্গঠনের জন্য ইউরোপের বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি দের নিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনে মিলিত হয় মিত্র শক্তিবর্গ। অস্ট্রিয়ার রাজধানী হয় ভিয়েনা। ইতিহাসে এই সম্মেলনের নামই হলো ভিয়েনা সম্মেলন।
- অস্ট্রিয়া, ইংল্যান্ড, রাশিয়া এবং প্রাশিয়া এই সম্মেলনে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গুলিতে অংশ গ্রহন করে।
- অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলর মেটারনিক, প্রাশিয়ার রাজা তৃতীয় ফ্রেডারিক উইলিয়াম ইংল্যান্ডের বিদেশ সচিব ক্যাসালরি এবং রাশিয়ার জার প্রথম আলেকজান্ডার নিজ নিজ দেশের প্রতিনিধিত্ব করেন, যারা **চার-প্রধান বা big four** নামে খ্যাত।

ভিয়েনা সম্মেলনের উদ্দেশ্য

- ভিয়েনা সম্মেলনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে ইউরোপের রাজনৈতিক মানচিত্রের পরিবর্তন ঘটানো।
- বিজয়ী দেশ গুলির পরাজিত ফ্রান্সের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করা।
- ফ্রান্স বা অন্য কোনো দেশ যাতে ভবিষ্যতে ইউরোপের শান্তি শৃঙ্খলা নষ্ট করতে না পারে, সেদিকে লক্ষ্য রাখা।

ভিয়েনা সম্মেলনে গৃহীত নীতি :

ভিয়েনা সম্মেলনে যে প্রধান তিন নীতির কথা বলা হয়েছিল সেগুলো হলো : **ন্যায্য অধিকার নীতি, শক্তিসাম্য নীতি ও ক্ষতিপূরণ নীতি।**

ন্যায্য অধিকার নীতি

এই নীতিতে বলা হয় যে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রগুলির দেশশাসনের অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে। এই নীতি প্রয়োগ করে-

1. হল্যান্ডে অরেঞ্জ রাজবংশ বা ফ্রান্সের বুরবোঁ রাজবংশ রাজত্ব ফিরে পায়।
2. স্পেন, সিসিলি ও নেপলস-এ বুরবোঁ বংশীয় শাসকরা রাজত্ব ফিরে পান।
3. অস্ট্রিয়ার হ্যাপসবার্গ বংশীয় শাসককে তাঁর পূর্বতন রাজ্য ফিরিয়ে দেওয়া হয়।
4. পোপকে তার রাজত্ব ফিরিয়ে দেওয়া হয়।
5. সার্ডিনিয়া ও পিডমন্টে স্যাভয় বংশের শাসন আবার প্রতিষ্ঠা করা হয়।
6. উত্তর ইটালি ও জার্মানিতে অস্ট্রিয়া তার ক্ষমতা ও আধিপত্য দখল করে।
7. জার্মানিকে ৩৯টি রাজ্যে ভাগ করা হয় ও ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের অধীনে দেওয়া হয়।
8. জার্মান রাজ্যগুলিকে একটি অসংহত রাষ্ট্রসংহ হিসেবে একত্রে আনা হয় ও তাদের একটি ডায়েটের আওতায় আনার ব্যবস্থা হয়।
9. জেনোয়া ও ভেনিসের মতো প্রজাতন্ত্রিক রাষ্ট্রকে কোনো ন্যায্য অধিকার দেওয়া হয়নি।

শক্তিসাম্য নীতি

এই নীতি অনুযায়ী মনে করা হয় কোনো দেশ তার প্রতিবেশী দেশগুলোর থেকে শক্তিশালী হয়ে উঠে বিস্তারনীতি গ্রহণ করে শৃঙ্খলাভঙ্গ করবে, যেমনটা করেছিলাম ফ্রান্স। এই নীতি অনুসারে ভিয়েনা সম্মেলনে-

1. ফ্রান্সের সীমানা পূর্ববর্তী অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

2. ফরাসি সেনাবাহিনী ভেঙে দেওয়া হয় এবং সেখানে পাঁচবছরব্যাপী মিত্রপক্ষের সেনা মোতায়েন করা হয়।
3. ফ্রান্সকে 75 কোটি ফ্রাঁ ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা হয় ও ফ্রান্স যাতে ইউরোপের শান্তি লঙ্ঘন করতে না পারে সেজন্য তার চারদিকে শক্তিশালী রাষ্ট্রের বেষ্টনী স্থাপন করা হয়।
4. উত্তর-পূর্বে হল্যান্ডের সঙ্গে বেলজিয়ামকে যুক্ত করা হয়।
5. পূর্ব সীমান্তে প্রাশিয়ার সঙ্গে রাইনল্যান্ডকে যুক্ত করা হয়।
6. দক্ষিনদিকে সার্ডিনিয়ার সঙ্গে জেনোয়াকে যুক্ত করা হয়।
7. ফ্রান্সের দক্ষিণ-পূর্বে সুইটজারল্যান্ডকে শক্তিশালী করে নিরপেক্ষ দেশের মর্যাদা দান করা হয়।

ক্ষতিপূরণ নীতি

1. ফ্রান্সের কাছ থেকে যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি বাবদ 70 কোটি ফ্রাঁ দাবি করা হয় এবং অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া ও রাশিয়া ইউরোপের আর ইংল্যান্ড ইউরোপের বাইরের কিছু জায়গা দখল করে নেয়।
2. অস্ট্রিয়া উত্তর ইতালির লম্বার্ডি ও ভেনেশিয়া প্রদেশ এবং টাইরল, সালজবর্জ ও ইলিরিয়া অঞ্চল দখল করে।
3. প্রাশিয়ার অধীনে আসে পোজেন, থর্ন, ডানজিগ, স্যাক্সনির উত্তরাংশ, পশ্চিম পোমেরেনিয়া ও রাইন নদীর তীরবর্তী প্রদেশ।
4. রাশিয়ার অধীনে আসে পোজেন ও থর্ন বাদে গ্র্যান্ড-ডাচি অফ ওয়ারসর অধিকাংশ অঞ্চল, ফিনল্যান্ড ও বেসারাবিয়ার অধিকাংশ অঞ্চল।
5. ইংল্যান্ডের অধীনে আসে সিংহল, কেপ কলোনি, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, মাল্টা, হ্যালিগোল্যান্ড, আইওনিয়ান দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি।
6. ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশ ঘটে। ভিয়েনা সম্মেলনে রাজতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়। অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলর প্রিন্স মেটারনিক এই বিষয়ে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন।

মেটারনিক ব্যবস্থা

১৮১৫ থেকে ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে অস্ট্রিয়া সহ সমগ্র ইউরোপের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে রাজনীতির অন্যতম নিয়ন্ত্রক ছিলেন অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলর বা প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স ক্লেমেন্স ভন মেটারনিক। ইউরোপের ইতিহাসে এই সময়কাল তাই 'মেটারনিক যুগ' নামে খ্যাত। মেটারনিক যে পদ্ধতিতে রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করতেন তা 'মেটারনিক ব্যবস্থা' নামে পরিচিত।

মেটারনিকের উদ্দেশ্য

মেটারনিক বুঝেছিলেন যে গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী ভাবধারা অস্ট্রীয় রাজতন্ত্রের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। তাই এই মেটারনিক ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য ছিল ইউরোপে গণতান্ত্রিক, জাতীয়তাবাদী ভাবধারার প্রসার বন্ধ করে রাজতন্ত্র বিরোধী আন্দোলন দমন করা।

মেটারনিক ব্যবস্থার প্রয়োগ :

- ঊনবিংশ শতাব্দীতে মুক্তচিন্তা ও জাতীয়তাবাদের উৎস ছিল জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়গুলি। এটি রোধ করার জন্য মেটারনিক 'কার্লসবাড ডিক্রি' জারি করে ছাত্র ও অধ্যাপকদের উদারপন্থী জাতীয়তাবাদী কার্যকলাপ ও সংগঠন রোধ করেন।
- বিদেশি বইপত্র ও খবরের কাগজেরপ্রসার নিয়ন্ত্রিত করা হয়।
- ভিয়েনা কংগ্রেসের সিদ্ধান্তগুলি বাস্তবায়ন করার জন্য ইউরোপীয় শক্তি সমবায় গঠন করা হয়।
- ইতালিতে রাজতন্ত্র বিরোধী আন্দোলন কড়া হাতে দমন করেন মেটারনিকের অস্ট্রীয় সৈন্যবাহিনী।
- ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে ইতালি, জার্মানি ও অস্ট্রিয়া সহ বেশিরভাগ রাষ্ট্রের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের চাপে মেটারনিক ব্যবস্থার অবসান ঘটে।

- এই ব্যবস্থা ছিল অনৈতিক ও যুগবিরোধী। এই ব্যবস্থার পুরানো নেতিবাচক আদর্শই এর পতনের মূল কারণ।

১৮৩০ খ্রিস্টাব্দের জুলাই বিপ্লব

- ভিয়েনা কংগ্রেসের ন্যায্য অধিকার নীতি অনুসারে ফ্রান্সে আবারও বুরবোঁ রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হবার পর অষ্টাদশ লুই ফ্রান্সের সিংহাসনে বসেছিলেন।
- তিনি বুঝেছিলেন বিপ্লব পূর্ববর্তী চরম রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয় তাই কিছু গণতান্ত্রিক আদর্শ যেমন সীমিত আকারে ভোটাধিকার, আইনের চোখে সমানাধিকার, চাকরির ক্ষেত্রে যোগ্য ব্যক্তির প্রাধান্য প্রভৃতিকে স্বীকৃতিদান করেন।
- কিন্তু তার রাজত্বকালে নানারকম বিরোধীদলের উৎপত্তি হয়। তবে তিনি আপোষমুখী নীতি অনুসরণ করে চলেন।
- যে সমস্ত রাজনৈতিক দল তার সময়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল তাদের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য হল উগ্র রাজপন্থী, সংবিধানপন্থী, উদারপন্থী এবং চরমপন্থী দল নামে বিভিন্ন দলগুলি।

১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে অষ্টাদশ লুই-এর মৃত্যুর পর অষ্টাদশ লুই-এর ভ্রাতা ডিউক অব আর্টোয়িস 'দশম চার্লস' উপাধি নিয়ে সিংহাসনে আরোহন করেছিলেন।
উগ্র রাজতন্ত্রের সমর্থক দশম চালর্স-এর হাত ধরে যাজক শ্রেণীও শক্তিশালী হতে শুরু করে। দশম চার্লস দেশত্যাগী অভিজাতদের সন্তুষ্ট করতে চেষ্টা করলে, তাদের যে সমস্ত ভূসম্পত্তি বিপ্লবের সময় বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল তার জন্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হয়। প্রায় ১ লক্ষ ফ্রাঁ বিলিয়ন ক্ষতিপুরণ দিতে হয়েছিল। এই কাজের বিরোধিতা করায় ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে জুলাই মাসে তিনি পার্লামেন্ট ভেঙে দেন। তার বিরুদ্ধে প্যারিসে তীব্র আন্দোলন শুরু হয় ফলে তিনি ইংল্যান্ড পালিয়ে যান। জনতার ইচ্ছানুসারে অর্লিয়েন্স বংশের লুই ফিলিপ সিংহাসন আরোহন করেন।

ইউরোপে জুলাই বিপ্লবের অভিঘাত :

1. এই বিপ্লবের ফলে জাতীয়তাবাদী ও উদারনৈতিক চিন্তাধারার ক্রমবিকাশ ঘটে। ইংল্যান্ড, হল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড প্রভৃতি অঞ্চলে উদারনীতি শাসনতন্ত্রে প্রভাব ফেলেছিল। ভিয়েনা চুক্তিতে বেলজিয়াম হল্যান্ডের নিয়ন্ত্রণে আসে। হল্যান্ড থেকে বেলজিয়াম বেরিয়ে আসে এবং তার ফলে জাতীয়তাবাদী আদর্শের জয় লাভ হয়।
2. জার্মানির স্যাক্সনি, হ্যানোভার, ব্যাডেন, ব্যাভেরিয়া প্রভৃতি রাজ্যের শাসক উদারপন্থী হতে বাধ্য হন।
3. মডেনা থেকে চতুর্থ ফ্রান্সিসকে সরানো হয় এবং ইতালিতে গণজাগরণ দেখা যায়। পার্মার শাসক দেশত্যাগ করেন। ম্যাৎসিনির নেতৃত্বে 'ইয়ং ইতালি' আন্দোলন শুরু করে।
4. রাশিয়ার অধীনস্থ পোল্যান্ডে অভ্যুত্থান শুরু হয়।
5. স্পেন ও পর্তুগালে গণতান্ত্রিক ও উদারনৈতিক শাসনব্যবস্থা চালু হয়।
6. ইংল্যান্ডে শ্রমিক আন্দোলনের তীব্রতা বাড়ে।
7. গ্রিসের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করে।

১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি বিপ্লব :

লুই ফিলিপ একটা বুর্জোয়া পার্লামেন্ট দ্বারা রাজপদে নির্বাচিত হওয়ায় তাঁর দেশে বুর্জোয়াদের স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা করা হয় এবং তিনি ধনী ব্যবসায়ীদের স্বার্থরক্ষায় প্রাধান্য দিতে শুরু করেন, ফলে দরিদ্র কৃষক ও শ্রমিকরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

বিভিন্ন কারণে লুই ফিলিপের জনসমর্থনের অভাব ছিল। যেমন-

- নেপোলিয়নের অনুগামীরা তার ভ্রাতুষ্পুত্র লুই বোনাপার্টকে সিংহাসনে বসতে চেয়েছিল।
- বৈদেশিক ক্ষেত্রে লুই ফিলিপের নীতি ফরাসিবাসীর কাছে হতাশাজনক ছিল।